সৌদির জন্য বড় ধাক্কা, খুশি হবেন ট্রাম্প

ওপেক ও ওপেক প্লাস থেকে বেরিয়ে গেল আমিরাত

আমার বার্তা ডেস্ক : বিশ্বের বৃহৎ তেল উৎপাদনকারীদের গ্রুপ ওপেক ও ওপেক প্লাস থেকে বেরিয়ে গেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। গতকাল মঙ্গলবার দেশটি এ তথ্য জানিয়েছে। যা তেল উৎপাদনকারী গ্রুপ ও এটির ডি ফ্যাক্টো লিডার সৌদি আরবের জন্য বড় ধাক্কা।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, আমিরাত এমন সময় এ দুটি গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেল যখন ইরান যুদ্ধের কারণে তেলের ঐতিহাসিক অস্থিতিশীলতা ও বিশ্ব অর্থনীতি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

আমিরাত বেরিয়ে যাওয়ায় এ দুটি গ্রুপের মধ্যে অস্থিরতা এবং এগুলো দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ভূরাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য থাকলেও ওপেক ও ওপেক প্লাসের সদস্যভুক্ত দেশগুলো সবসময় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করেছে।

আলজাজিরা আরও জানিয়েছে, আমিরাতের দুটি গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য বড় জয় হবে। ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, এই গ্রুপগুলো তেলের দাম বৃদ্ধি করে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা তৈরি করেছে।

ট্রাম্পের আরও অভিযোগ ছিল, যেখানে তারা ওপেকের উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর জন্য লড়ছে, সেখানে তারা এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তেলের দাম বৃদ্ধি করছে।

এদিকে ইরান যুদ্ধের সময় আমিরাত অভিযোগ করেছিল, তাদের ওপর ইরান ব্যাপক হামলা চালালেও, সহযোগী আরব দেশগুলো তাদের জন্য খুব বেশি করেনি। এমন অভিযোগের মধ্যেই দেশটি গ্রুপ দুটো থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলো।

গত সোমবার আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাস এক সম্মেলনে আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রকাশ্য সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, "লজিস্টিক দিক দিয়ে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত দেশগুলো একে অপরকে সহায়তা করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে তাদের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে নিম্নস্তরে রয়েছে।"

"আরব লীগের কাছ থেকে এমন দুর্বল অবস্থান আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, এ নিয়ে আমি অবাকও হইনি। কিন্তু গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলভুক্ত দেশগুলো থেকে আমরা এটি প্রত্যাশা করিনি। আমি তাদের অবস্থানে অবাক হয়েছি।"- যোগ করেন গারগাস। *সূত্র: আলজাজিরা*

'সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও স্বাস্থ্য খাতে বড় সঙ্কট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার'

নিজস্ব প্রতিবেদক : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত বলেছেন, দেশের স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনা। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে 'নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা: গবেষণা থেকে নীতি নির্ধারণ' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও কোরাস (সিএইচওআরইউএস) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেমিনারে বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, ডেটা-নির্ভর প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত সেবা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও বড় সংকট সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনা। আমাদের যা সম্পদ আছে, তার একটি বড় অংশই এখনো 'আন্ডার ইউটিলাইজড' বা পুরোপুরি কাজে লাগানো হচ্ছে না। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে সরকারি নীতিমালার সমন্বয় জরুরি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সন্তুষ্টির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মানে কেবল রোগ মুক্তি নয়, এটি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির বিষয়। আমরা হয়তো হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা দিচ্ছি, কিন্তু সেখানকার পরিবেশ বা ব্যবহারে যদি রোগীর মন ভালো না হয়, তবে সেই চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ নয়। যেহেতু আমরা জনগণের রাজনীতি করি, তাই আমাদের লক্ষ্য তাদের খুশি করা। জনগণের যে প্রকৃত স্বাস্থ্য চাহিদা রয়েছে, তা যদি সরকারি কার্যক্রমে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবেই একটি জনবান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পাচার করা ৪৪ কোটি টাকার বেশি ফিরিয়ে আনলো সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক : পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্ধার করে দেশের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সংস্থাটির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) গত ৩০ মার্চ প্রতারণামূলক অনলাইন বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এমটিএফইয়ের মাধ্যমে পাচার হওয়া ৪৪ কোটিরও বেশি টাকার সমমূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা দেশে ফেরত আনে। গতকাল মঙ্গলবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, এই সাফল্য দেশীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ অর্জনের কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশীদারত্বের ইতিবাচক ফল হিসেবে উল্লেখ করেছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসও তাদের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে বিষয়টি প্রকাশ করে সিআইডির সঙ্গে দীর্ঘদিনের যৌথ প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার ফল হিসেবে এই সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদিকে অর্থ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ সিআইডির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে একটি অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সিআইডির ডিআইজি মো. আবুল বাশার তালুকদার বলেন, আমাদের কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতার ফলে এই প্রথম পাচার হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এটি সাইবার অপরাধ দমনে বাংলাদেশের সক্ষমতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে এ সাফল্যের খবর প্রকাশের পর দেশ-বিদেশে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

সিআইডি জানায়, এমটিএফই একটি ভুয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে কৃত্রিম লাভের প্রলোভন দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা হতো। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্ল্যাটফর্মটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বিনিয়োগকারীদের অর্থ বিভিন্ন ক্রিপ্টো ওয়ালেটে পাচার করা হয়। তদন্তে প্রায় ৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের ইউএসডিটি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে শনাক্ত করা হয়। উন্নত ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থটি জব্দ করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অর্থ বৈধ মুদ্রায় রূপান্তর করে সোনালী ব্যাংকের সরকারি হিসাবে জমা করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার পরিচালনা করছে। ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের মধ্যে অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি পাচার হওয়া অবশিষ্ট অর্থ শনাক্ত ও উদ্ধারে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

মেয়াদ শেষে ছয় মাস

(প্রথম পাতার পর)

স্ব দায়িত্ব হস্তান্তর বা পদত্যাগ করার তারিখ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছয় মাসের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করলো। তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি জারি করা প্রজ্ঞাপন অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রজ্ঞাপনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এক বছরের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। অর্থাৎ ড. ইউনূসকে ভিভিআইপি ঘোষণার প্রজ্ঞাপন বহাল থাকবে। পরবর্তী সময়ে যারা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টা হবেন তাদের ক্ষেত্রে ছয় মাস মেয়াদ প্রযোজ্য হবে।

গণতান্ত্রিক সুসংহত করতে

(প্রথম পাতার পর)

সহায়তা নিতে না পারেনড় এ বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত করতে কাজ করছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের জন্য বিচারপ্রাপ্তি সহজ করতে এরই মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ন্যায়বিচার শুধু আইনের বইয়ের বিষয় নয়; এটি মানুষের জীবনে বাস্তব ও কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিতড় এটাই বর্তমান সরকারের প্রত্যাশা। ন্যায়বিচার কেবল আদালতকেন্দ্রিক কোনো প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত মূল্যবোধ, যা রাষ্ট্রের প্রতিটি নীতি, সিদ্ধান্ত এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

'ন্যায়পরায়ণতা তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আইন মানুষের ওপর প্রয়োগের একটি যান্ত্রিক উপায় না হয়ে বরং তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত অধিকার নিশ্চিত করার একটি গভীর নৈতিক অঙ্গীকারের রূপ নেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসেও এ ন্যায়বোধ একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। যেহেতু ন্যায়বিচার প্রাপ্তি প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। যেহেতু সেই অধিকার যাতে প্রত্যেকটি মানুষ চর্চা করতে পারে তাদের সরকার যথাসাধ্য লিগাল এইড দেবে। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন এনেছে।'

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এই আলোচনা সভা হয়। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সেরা প্যানেল আইনজীবী হিসেবে ঢাকার সায়েম খান ও রাজশাহীর নীলিমা বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা নেন। এছাড়া সারাদেশে লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি সেল ব্র্যাককে মনোনীত করা হয়। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মাননা পত্র ও ক্রেস্ট নেন।

লিগ্যাল এইড ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সারাবিশ্বে একটি কথা বিশেষভাবে প্রচলিত। সেটি হচ্ছে জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাই। অর্থাৎ বিচার বিলম্ব মানেই বিচার অস্বীকার। এই বাস্তবতা মাথায় রেখে লিগাল এইডের মাধ্যমে মামলার আগেই মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

'এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় কয়েক হাজার বা তারও বেশি হবে, হাজারেরও বেশি হবেবিরোধ-বিবাদ স্বল্প সময় এবং খুব খরচে আদালতের বাইরেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কয়েক মাস বা বছরের পরিবর্তে বরং কয়েকটি বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানগুলো করা সম্ভব হয়েছে। এতে আদালত চাপ কমেছে। সরকারের খরচও হ্রাস পেয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় মানুষ সমস্যা হলে প্রাথমিকভাবে সঠিক পরামর্শ না পাওয়ার কারণে একদিকে সাধারণ বিরোধ বড় হয় এবং পরবর্তীতে তা জটিল রূপ ধারণ করে। ফলে অনেক সময় মানুষ বিচার বিমুখ হয়ে যায় কিংবা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং মানুষ যেন সহজে প্রাথমিক আইনি পরামর্শ নিতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের লিগাল এইড হেল্পলাইন আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে ব্যক্তিগতভাবে একজন নাগরিক হিসেবে আমি সেটি আশা করি।'

'প্রতিটি মানুষের মনে এমন বিশ্বাস থাকতে হবে যে জনগণের যে কোনো প্রয়োজনে রাষ্ট্র তাদের পাশে রয়েছে। লিগাল এইড সেই বিশ্বাসেরই একটি প্রতিফলন বলে আমি বিশ্বাস করি। আসুন আমরা সবাই মিলে একটি ন্যায়ভিত্তিক মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলি। যেখানে ন্যায় বিচারই হবে শেষ কথা আমাদের। আমি জাতীয় আইনগত সহায়তার উদ্যোগের সার্বজনীন সাফল্য কামনা করি।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, এক্সেস টু জাস্টিস। প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক অর্থের অভাবে আইনের আশ্রয় কিংবা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত থাকবে এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনোভাবেই কাম্য বা প্রত্যাশিত নয়।'

'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আমাকেও দীর্ঘ দিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। তখন আমি নিজে কারাগারে এমন অনেককে দেখেছি যারা শুধু আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে বছরের পর বছর ধরে বিনা বিচারে কারাগারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন বা হয়েছেন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ার কারণে বছরের পর বছর ধরে বিনা বিচারে কারাগারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন বা হয়েছেন। একজন মানুষ অর্থের অভাবে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাম্য নয়।'

তিনি বলেন, 'যে কোনো রাষ্ট্র এবং সমাজের অগ্রগতি ও শান্তির ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার। সব যুগেই মানুষ যা চেয়েছে তা হলো বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে তারা সমমর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে বসবাস করবে। সমতা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক আস্থা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা জন্য অবশ্যই অপরিহার্য।'

'আমি বলবো, ন্যায়বিচার শুধু আদালত বা আইনের বিষয় নয়। এটি একটি মানবিক ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল শক্তি। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে দেশের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপরে শক্তভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই ধারাবাহিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ায় পথ সুগম করতে লিগাল এইড ফার্ম তৈরি করেছিলেন।'

অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, আইনগত সহায়তা অধিদফতরের মহাপরিচালক মনজুরুল হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গাছ না কেটে মেরিন ড্রাইভ

(প্রথম পাতার পর)

সেই পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অতীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বর্তমান উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভের সড়ক প্রশস্তকরণে প্রায় তিন হাজার গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে, এই সংবাদ জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে একটি গাছও না কেটে রাস্তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পেয়ে সড়কমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম গাছ না কেটে সড়ক প্রশস্তকরণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তিন হাজার গাছ না কেটে সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হয়। এ বিষয়ে শেখ রবিউল আলম বলেন, শুধু বিদ্যমান গাছ সংরক্ষণই নয়, পুরো মেরিন ড্রাইভকে আরও দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশবান্ধব ও পর্যটকবান্ধব করতে সড়কের দুই পাশে নতুন সৌন্দর্যবর্ধক বৃক্ষরোপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মূলত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ও ১৭ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাস্তা প্রশস্তকরণ, রেজু খালের ওপর ৩০৫ মিটার দীর্ঘ দুই লেনের সেতু নির্মাণ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, সিসি ব্লক স্থাপন এবং ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের কাজ ২০২৬ সালের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকৃতি রক্ষার এমন দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের জন্যও নতুন বার্তা দিচ্ছে।

'ইঞ্জিনিয়ারিং' চোখে পড়েনি

(প্রথম পাতার পর)

ইভার্স ইজাবস বলেন, নির্বাচনে কোনো ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের চোখে পড়েনি। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অভিযোগ থাকে, তাহলে তারা আইনি প্রক্রিয়ায় যেতে পারে। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের পর এমন বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা ফিরে আসছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল। ফলাফল প্রাথমিক ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশ নিয়ে কোনো অসন্তুষ্টার অভিযোগ ছিল না। ইভার্স আরও বলেন, প্রার্থীরা স্বচ্ছভাবে প্রচারণা চালাতে পেরেছেন। যে কোনো রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংলাপের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যখনই কোনো অভিযোগ এসেছে বা নির্বাচনকালীন সময়ে কোনো সংকট তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমাধান করা হয়েছে। তবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে আরও কাজ করতে হবে বলে জানান ইভার্স ইজাবস। এজন্য তাদের পক্ষ থেকে ৯টি সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। গত বছরের শেষ দিক থেকে ইইউর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বাংলাদেশে অবস্থান করছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে আসা ২২৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন নিয়ে মিশনটি তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ভারতীয় ভিসার স্থবিরতা

(প্রথম পাতার পর)

জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য শেখ মজিবুর ইকবালের লিখিত প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টা থেকে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। এদিন প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্তাপিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও সংহতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে অভিন্ন মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক সংযোগ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সুদৃঢ় বন্ধন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সার্বভৌম সমতা, ন্যায্যতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের বিষয়ে ড. খলিলুর রহমান সংসদকে জানান, ভারতের সঙ্গে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে সরকার ইতোমধ্যেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভারত সফরে সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ও ব্যবসায়িক ভিসার প্রক্রিয়া পুনরায় স্বাভাবিক করার বিষয়ে জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুতই ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে গণঅভ্যুত্থানের

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। ফজলুর রহমান বলেন, ৫ আগস্টের যোদ্ধাদের আমি ছোট করে দেখছি না। যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমি নিজেও এই আন্দোলনে ছিলাম। শেখ হাসিনার পতন না হওয়া পর্যন্ত আমার যুদ্ধ চলবে বলেছিলাম। কিন্তু ৫ আগস্ট কোনো বিপ্লব নয়, এটি হলো গণঅভ্যুত্থান। সেই গণঅভ্যুত্থানকে যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনা করতে চায়, আমি বলব এটা বলাই অন্যায়। কারণ মুক্তিযুদ্ধ মহাসমুদ্রের চেয়েও গভীর।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিনে হয়নি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ১৯৭১ সালে শহীদ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সংসদে স্বাধীনতাবিরোধীদের উদ্দেশ্য করে এই প্রবীণ রাজনীতিক বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, এ দেশের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকবেড় ততদিন মুক্তিযোদ্ধারা জিতবে, রাজাকাররা কোনোদিন এদেশে জয়লাভ করতে পারবে না।

কে কোন দল করবে

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন এবং একজন শহীদ পরিবারের সন্তান কীভাবে জামায়াতে ইসলামী করতে পারে, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এর জবাবে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'সংসদ সদস্য বয়সে আমার বড়।

তিনি মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা বলেছেন; কিন্তু নিজের অবদান বলতে গিয়ে আরেকজনের অবদানের ওপর হাতুড়ি পেটানোর অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আঘাত করেছেন।

আমি বলে থাকি আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যড় উনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।'

রাজনৈতিক আদর্শ বেছে নেওয়ার অধিকার সবার আছে উল্লেখ করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'উনি বলেছেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কেউ জামায়াতে ইসলামী করতে পারে না। তাহলে কি ওনাকে জিজ্ঞেস করে দল করতে হবে? এটি আমার নাগরিক অধিকার। আমি কোন দল করব, কোন আদর্শ অনুসরণ করবড় এর ওপর হস্তক্ষেপ করার ন্যূনতম কোনো অধিকার রাষ্ট্র কিংবা সংবিধান কাউকে দেয় নাই। আমি এটার তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি আমার পরিচয় এবং আদর্শ নির্বাচনের ব্যাপারে কথা বলে গুরুতর অপরাধ করেছেন।'

এ সময় বিরোধীদলীয় নেতা সরকারদলীয় ওই সংসদ সদস্যের বক্তব্যের 'অসংসদীয় অংশ' সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ (বাদ দেওয়া) করার জন্য স্পিকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

সংসদে সবার গঠনমূলক আচরণের প্রত্যাশা করে ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, 'আমরা খোলা মনে এই সংসদকে কার্যকর করার জন্য জুলানি সংকট নিয়ে কথা বলেছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু উনি (ফজলুর রহমান) এটাতে কী উপসংহার টানলেন? যার মগজ যেরকম, তার উপসংহার সেরকমই হবে।'

প্রবীণ এই রাজনীতিকের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশা করেননি জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা এখানে ভালো কিছু শিখতে এসেছি। কাউকে হিট করা বা গালি দেওয়ার মাধ্যমে বড় কিছু অর্জন করা যাবে না। সাধারণত যুক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, মাথা তখন গরম হয়ে যায়। একটা প্রবাদ আছেড় রেগে গেলেন তো হেরেই গেলেন। আমরা সবাই মিলে হারতে চাই না, জিততে চাই। এজন্য সবাই যেন মাথা ঠান্ডা রেখে যুক্তির সঙ্গে সত্যনির্ভর কথা বলি। তাহলে সংসদের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হবে।'

অসংসদীয় শব্দ এক্সপাঞ্জ করার রুলিং স্পিকারের

বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যের পর সংসদে উত্তেজনা প্রশমনে রুলিং দেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ত